স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন, চিকিৎসায় আন্তরিকতা ও রোগীদের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান

স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন, চিকিৎসা সেবায় আন্তরিকতা এবং রোগীদের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ তাজউদ্দিন খান।

তিনি বলেন, কোনো রোগী যখন ডাক্তারের কাছে যায়, তখন সে মনে করে তাকে ঠিকভাবে দেখা হয়নি। আবার চিকিৎসকরা যখন ২৪ ঘণ্টা সেবা দিয়ে যান, তখন তারা মনে করেন তারা যথাযথ চিকিৎসা দিচ্ছেন। এই দূরত্ব কমাতে পারস্পরিক বোঝাপড়া জরুরি।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে যেখানে ১৭৭ জন চিকিৎসক থাকার কথা, সেখানে বর্তমানে আছেন মাত্র ২৫ জন। এছাড়াও অন্যান্য জনবলেরও সংকট রয়েছে। “এই সীমিত সম্পদই আমাদের পুঁজি এই পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে সর্বোত্তম সেবা দেওয়া যায়, সে বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে,” যোগ করেন তিনি।

শনিবার (২৫ এপ্রিল) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের হলরুমে চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোঃ সাজ্জাদ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য তাজউদ্দিন খান।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএমএ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ডা. এম এ সালাম, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মতবিনিময় সভায় হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা এবং সেবার মানোন্নয়নে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

ডায়াগনসিসে যক্ষা নেই, ক্লিনিক্যালি দিলেন যক্ষার চিকিৎসা !

মেহেরপুর বক্ষব্যাধি ক্লিনিকের কনসালটেন্ট ডা. মোহসীনা ফেরদৌসী মিষ্টির বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসা ও অসদাচারণের অভিযোগ তুলেছেন রোগীর অভিভাবক। তবে চিকিৎসকের দাবি তিনি ভুল চিকিৎসা করেননি।

জানা গেছে, মেহেরপুর হোটেল বাজার এলাকার মাহবুব ই রসুল মিন্টুর ১৩ বছর বয়সী ছেলে তৌসিফ আহমেদ রায়ান গত বছরের অক্টোবর মাসে বাম পায়ের উরুতে (এ্যাবসেস) একটি ফোঁড়ায় আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত হলে তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সার্জারী কনসালটেন্ট মো: শহিদুল ইসলামের কাছে চিকিৎসা করান। তিনি রায়ানের সার্জারি করেন এবং রাজশাহী আইসিডিডিআর’বি তে মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস কমপ্লেক্স (যক্ষা) পরীক্ষা করান। সেখানে জেন এক্সপার্ট আল্টা রেজাল্টে যক্ষ নেগেটিভ আসে এবং রিফ রেজিস্টেন্স ও এমটিবি বার্ডেন পজেটিভ আসে। তিনি মেহেরপুর বক্ষব্যাধি ক্লিনিক থেকে চিকিৎসার জন্য পরামর্শ দেন।

বক্ষব্যাধি ক্লিনিকের ভারপ্রাপ্ত কনসালটেন্ট ডা. মোহসীনা ফেরদৌসী মিষ্টি ক্লিনিক্যালি ডায়াগনসিসে যক্ষা সন্দেহে তাকে ৬ মাসের যক্ষা চিকিৎসা শুরু করেন। ৫ মাস ১০ দিন ওষুধ খাওয়ার পর পুনরায় রাজশাহীর চিকিৎসক শহিদুল ইসলামের কাছে ফলোআপ চিকিৎসা্ নিতে গেলে তিনি অভিভাবককে বলেন, তার যক্ষা ডিটেকটিভ হয়নি তবে কেন যক্ষা চিকিৎসা করানো হলো এবং চিকিৎসক ভুল চিকিৎসা দিয়েছেন।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে রোগীর অভিভাবক মিন্টু পুনরায় মেহেরপুর বক্ষব্যাধি ক্লিনিকে গেলে চিকিৎসক মোহসীনা ফেরদৌসী মিস্টি তার সাথে অসাদচারণ করেন এবং বলেন তার চিকিৎসা কোন ভুল নেই।

রোগীর বাবা মাহবুব ই রসুল মিন্টু অভিযোগ করে বলেন, ‘রাজশাহীর আইসিডিডিআর’বি থেকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যক্ষা হয়নি। মেহেরপুরে যক্ষা হাসপাতাল ভুল চিকিৎসা দিয়েছে। আমি এটার ডাক্তারকে বলতে

গেলে তিনি খারাপ আচরণ করেন।’

অভিযুক্ত মেহেরপুর বক্ষব্যধি ক্লিনিকের ভারপ্রাপ্ত কনসালটেন্ট মোহসীনা ফেরদৌসী মিস্টি বলেন, ‘অনেক সময় ডায়াগনসিসে যক্ষা ধরা পড়েনা। আমরা রোগীর ক্লিনিক্যাল টেস্ট করে যক্ষা সনাক্ত করি। যক্ষা পজেটিভ সন্দেহে তাকে আমরা যক্ষা চিকিৎসা্ দিয়েছি। এখানের চিকিৎসার কোন ভুল নেই। অভিবাবকের সাথে খারাপ আচরণের বিষয়ে তিনি বলেন, এ অভিযোগ সত্য নয়।’

এ বিষয়ে ব্র্যাক যক্ষা বিষয়ক প্রকল্পের কর্মকর্তা অচিন্ত্য কুমার দাস বলেন, ‘আমরা কোন চিকিৎসা দিই না । আমরা চিকিৎসা ঠিক মত পাচ্ছে কি না, রোগী কেমন আছে শুধুমাত্র এগুলো পযর্যবেক্ষণ করি।’

তবে এ ব্যাপারে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ বলেন, ‘অনেক সময় ডায়াগনসিসে যক্ষা ধরা পড়েনা। চিকিৎসক রোগী দেখে ক্লিনিক্যালি টেস্টের মাধ্যমে যক্ষার চিকিৎসা দিতে পারেন। এক্ষেত্রে হয়তো তাই হয়েছে। তবে অভিভাবকের চিন্তিত হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে এতদিন উচ্চ মাত্রার ওষুধ সেবনে কোন ক্ষতি হতে পারে কি না প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সব ওষুধের কমবেশি পার্শপ্রতিক্রিয়া আছে। তবে এতে জটিল কোন সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম।’

মেহেরপুরে বাড়ছে হামের প্রকোপ, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৪ শিশু

সারাদেশের মতো মেহেরপুরেও উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে সংক্রামক রোগ হামের প্রকোপ। গত বৃহস্পতিবার হাসপাতালে ৬ জন শিশু চিকিৎসাধীন ছিল, গতকাল শনিবার ৪ জন শিশু চিকিৎসাধীন রয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ দিনে হাসপাতালে ইনডোর এবং

আউটডোরে চিকিৎসা নিয়েছে ২১ জন শিশু।

সংক্রমণ রোধে আক্রান্ত শিশুদের জন্য ডায়রিয়া ওয়ার্ডের নিচে আলাদা একটি ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার হাসপাতালে হামে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা ছিল ৯ জন। শুক্রবার ও শনিবার নতুন করে ৪ জন শিশু আক্রান্ত হয়েছে, এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার ১ জন এবং গাংনী উপজেলার ২ জন রয়েছে।

গাংনী উপজেলার বাসিন্দা মৌসুমী জানান, প্রথমে শিশুর জ্বর মনে হলেও পরে চিকিৎসকরা হাম শনাক্ত করেন। গত ৬ মাস ধরে টিকা নিতে পারিনি। টিকা নিতে গেলে বলা হয়, টিকা নেই।

সদর উপজেলার ঝাউবেরিয়া এলাকার মুনিয়ারা বলেন, আমার মেয়ের বয়স ৯ মাস। তিন দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি আছে, কিন্তু এখনো কোনো হামের টিকা দেওয়া হয়নি।

জেনারেল হাসপাতালের নার্স জানান, হামে আক্রান্ত শিশুদের আলাদা রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে অভিভাবকদের সচেতন করা হচ্ছে যাতে অন্য শিশুদের মধ্যে সংক্রমণ না ছড়ায়।

শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. হাবিবুর রহমান বলেন, হাম হলে জ্বর, শরীর ব্যথা ও নাক দিয়ে পানি পড়া শুরু হয়। এটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাই আক্রান্ত রোগীদের আইসোলেশনে রাখা জরুরি। তিন-চার দিনের মধ্যে শরীরে র্যাশ দেখা দেয় এবং পরে মুখে ঘা হতে পারে। এ ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে এসে চিকিৎসা নিতে হবে।

ঝিনাইদহে ’স্টেম সেল থেরাপি’ চিকিৎসা পদ্ধতির সেমিনার

ঝিনাইদহে প্রথমবারের মত চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তকারী ব্যবস্থা ‘স্টেম সেল থেরাপি’ চিকিৎসা পদ্ধতির বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সকালে শহরের হামদহ হাবিবা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক

সেন্টারে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

লিভেন গ্লোবাল এর সাকসেস টিমের সহযোগিতায় সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, বাংলাদেশ ক্লিনিক মালিক সমিতির ঝিনাইদহ জেলার শাখার সাধারণ সম্পাদক জাফর ইকবাল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, হাবিবা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বতাধিকারী জাহিদুল ইসলাম। এসময় সেমিনারে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, প্রশিক্ষক মোঃ হাসানুজ্জামান।

প্রসঙ্গত, স্টেম হলো অবিভাজিত জীবকোষ, যা আজীবন আরো অনেক স্টেম সেল তৈরি করতে পারে। এই এক কোষ থেকে অনেক কোষ তৈরি হয় বিভাজন ও পৃথকীকরণ ভাবে।

১৯০৮ সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ম্যঅক্সিমভ স্টেম সেলের ধারনা দেন। স্টেম সেল বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন এমব্রায়োনিক স্টেম সেল,যা মানুষের ভ্রুণে থাকে। লিভার বিকল, টাকে চুল গজানো থেকে শুরু করে হাঁটুর ব্যথা কিংবা হৃদযন্ত্রে প্রদাহ—এমন অনেক রোগেই এই থেরাপি প্রয়োগ হচ্ছে।

দুস্থ রোগীদের পাশে বিএনপি নেতা কামরুল হাসান

দুস্থ ও অসহায় মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে গ্রামে গ্রামে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করছেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে এ মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামে দিনব্যাপী মেডিক্যাল ক্যাম্পের উদ্বোধণ করেন তিনি। এর আগে গত কয়েক সপ্তাহে তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী, রাইপুর, শ্যামপুরসহ কয়েকটি গ্রামের ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের মাধ্যমে দুস্থ মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও প্রাথমিক প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন।

কুষ্টিয়া ল্যাব কেয়ারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ক্যাম্পে ১০

থেকৈ ১২ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রতিটি মেডিক্যাল ক্যাম্পে প্রায় ২ শতাধিকের বেশি সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা সেবা দেন। একই সঙ্গে প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

চিকিৎসা নিতে আসা শোলমারীর গ্রামের বাসিন্দা মোছাঃ পারভিনা খাতুন বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ, কিন্তু আর্থিক কষ্টের কারণে ডাক্তারের কাছে যেতে পারিনি। আজ এখানে এসে বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছি, ওষুধও দিয়েছে। এজন্য আমি ধন্যবাদ জানাই।

চিকিৎসা নিতে আসা আব্দুল গফুর জানান, সারাদিন রিকশা চালিয়ে সংসার চালাই, ডাক্তার দেখানোর মত টাকা গোছাতে পরিনি। যেকারণে ডাক্তার দেখানোর সুযোগ হয় না। আজ বিনা পয়সায় ডাক্তার দেখাতে পারছি, খুব ভালো লাগছে।

মোছাঃ তাহমিনা নামের এক কলেজপড়ুয়া শিক্ষার্থী বলেন, এমন ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প হলে গরিব মানুষদের অনেক উপকার হয়। ডাক্তাররা মনোযোগ দিয়ে দেখছেন, প্রয়োজনীয় ওষুধও দিচ্ছেন।

মেডিকেল ক্যাম্পের প্রধান সমন্বয়ক ও ল্যাব কেয়ারের চেয়ারম্যান ডা. সজিবুল হক জানান, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসানের উদ্যোগে এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি নিয়মিতভাবে শহর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অসহায় মানুষের জন্য এ ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন।

এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবির অন্যতম লক্ষ্য হলো জনগণের মৌলিক অধিকার ও সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্যেই আমরা নিয়মিত সেবামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে জেলা বিএনপি কাজ করছে। সেই ধারাবাহিকতায় শোলমারী গ্রামের দুস্থ ও অসহায় মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে।

মেডিক্যাল ক্যাম্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি আনছারুল হক, সাবেক সহসভাপতি আলমগীর খান সাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে ভন্ড কবিরাজরের অ্যালুপ্যাথিক চিকিৎসা নিয়ে তোলপাড়

ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় টিটু মালিথা নামে এক ভন্ড কবিরাজের উত্থান হয়েছে। সদর উপজেলার করাতিপাড়া গ্রামে নিজ বাড়িতে তিনি কবিরাজি চেম্বার খুলে নিয়মিত অ্যালুপ্যাথিক ওষুধ লিখে রোগীদের চিকিৎসা দিচ্ছেন। বাত-ব্যথা থেকে শুরু করে এমন কোন রোগ নেই যার চিকিৎসা তিনি করেন না। অথচ তার নেই কোন একাডেমিক শিক্ষা।

জানাগেছে, কয়েক বছর আগেও নুন আনতে পান্তা ফুরাতো ভন্ড কবিরাজ কাম ডাক্তার টিটু মালিথার। কবিরাজি শুরু করে তিনি এবছর বাড়িতে করেছেন দুই তলা বিল্ডিং। গোয়ালে এক পাল গরু, মাঠে গড়েছেন সম্পত্তি। বাড়িতে রেখেছেন কাজের মহিলা। তার হঠাৎ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া নিয়ে গ্রামের বাসিন্দারও বিষ্মিত।

টিটু মালিথা এই করাতিপাড়া গ্রামের মৃত কটা মালিথার ছেলে। প্রতি সপ্তাহের শনিবার, মঙ্গলবার ও বৃহষ্পতিবার তিনি সিরিয়ালে রোগীদের তদবির দেন। জ্বিন তাড়াতে ৩ হাজার, জ্বিন বোতলে ভরতে ৫হাজার টাকা হাদিয়া নেন। তবে রোগী গেলেই প্রথম আসনে তাকে ৩৫০ টাকা হাদিয়া দিতে হয়। এরপর রোগের অবস্থা বুঝে ফিস নির্ধারণ করেন। প্রতিদিন তিনি ৭০ থেকে ৮০ জন রোগী দেখেন। তিনি কবিরাজ হলেও রোগীদের ওষুধ দেন অ্যালুপ্যাথিক। তার বাড়িতে অবস্থিত বেনামী ফার্মেসি থেকেই রোগীদের ওষুধ নিতে হয়। ফার্মেসি পরিচালনা করেন তার স্ত্রী। তার কবিরাজি তদবির ও ঝাড়ফুকের জন্য রেখেছেন এসিসস্ট্যান্ট। তবে তাদের দাবি তাদের ড্রাগ লাইসেন্স রয়েছে। তার রয়েছে কবিরাজি সনদ।

কবিরাজি সনদে আপনি কিভাবে অ্যালুপ্যাথিক ওষুধ লিখে ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন এমন প্রশ্ন করলে তিনি ক্ষেপে যান। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, পার্শ্ববর্তী বিষয়খালী বাজারে তার ছেলের একটি ওষুধের দোকান রয়েছে। সেই দোকানের ড্রাগ লাইসেন্স দিয়েই তিনি বাড়িতে এই ওষুধের দোকন চালাচ্ছেন।

সরজমিনে দেখা যায় তার ফার্মেসিতে ওষুধ দিতে গেছেন ইবনে সীনা কোম্পানির মেডিকেল প্রোমোটার রাশেদ হোসেন। বেনামী ফার্মেসিতে কিভাবে ওষুধ দিচ্ছেন জানতে চাইলে রাশেদ হোসেনও কোন সদুত্তোর দিতে পারেননি।

জান্নাতুল ফেরদৌস নামে এক ভুক্তভোগী রোগী বলেন, আমার ভাগ্নেকে নিয়ে গেছিলাম একটা তাবিজ করতে। তার সহকারী বলে তদবির নিতে ৫০০ টাকা লাগবে। এই লোক একটা ভন্ড। কোন কাজ নেই তার তদবিরে।

আসাদুজ্জামান নামের এক ব্যক্তি বলেন, চিকিৎসকরা নিয়ে বছরের পর পর বছর মেডিকেল সাইন্স নিয়ে লেখাপড়া করে একটা রোগের চিকিৎসা দেয়। আর এই লোক জ্বিন তাড়ানো থেকে শুরু করে ক্যান্সার, স্ট্রোক সকল রোগের চিকিৎসা করছে। এটা ভন্ডামি ছাড়া কিছুই নয়। স্বাস্থ্য বিভাগের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ।

ঝিনাইদহ ড্রাগ এন্ড কেমিস্ট সমিতির সভাপতি আক্তারুজ্জামান বলেন, শহর বাজারে ওষুধের দোকান করে সকল নিময় মেনে অভিজ্ঞ ফার্মাসিস্ট রেখেও ড্রাগ লাইসেন্স পেতে অনেক কষ্ট হয়। এই লোক ড্রাগ লাইসেন্স পেল কিভাবে?

ঝিনাইদহ জেলা ওষুধ তত্ত্ববধায়ক সিরাজুম মুনিরা বলেন, এই কবিরাজের বিষয়ে আমার জানা নেই। তার লাইসেন্সের বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছি। ঝিনাইদহ সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কমকর্তা ডাঃ মিথিলা ইসলাম বলেন, মানুষ এদের কাছে কেন যায় বুঝিনা। সে একজন কবিরাজ হয়ে অ্যালুপ্যাথিক ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লিখতে পারেনা। আমরা খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থা নেব।

চিকিৎসকের ঘোষণায় মেহেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা বন্ধ

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের নারী ও শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবা বন্ধ রয়েছে। শনিবার সকালে মেডিকেল অফিসার ডা. মাহাবুব রহমান ও রোগীর স্বজনদের মধ্যে কথা কাটাকাটির পর তিনি নারী ও শিশু

ওয়ার্ডের রাউন্ড ও চিকিৎসা সেবা বন্ধ ঘোষণা করেন। এতে হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে বহু রোগী বাধ্য হয়ে অন্যত্র চিকিৎসা নিচ্ছেন।

রোগীর স্বজনদের অভিযোগ, সকালে এইচডিইউ বিভাগে মুমূর্ষু অবস্থায় এক রোগী ভর্তি হন, যিনি কয়েকদিন আগেও একই বিভাগে ভর্তি ছিলেন। রাউন্ডের সময় ডা. মাহাবুব রোগীর পূর্বের ব্যবস্থাপত্র দেখতে চান। স্বজনরা তা দেখাতে না পারলে তিনি চিকিৎসা সেবা বন্ধের কথা বলেন এবং রুঢ় আচরণ করে চলে যান। এরপর রোগীর স্বজনরা এর কারণ জানতে চাইলে কথাকাটাকাটি হয়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ডা. মাহাবুব তার হাসপাতালের ২২৪ নম্বর কক্ষে গিয়ে ঘোষণা দেন, নারী ও শিশু বিভাগের সকল চিকিৎসা সেবা বন্ধ থাকবে। পরবর্তীতে নারী ও শিশু বিভাগের রোগীরা চিকিৎসা না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হন। হাসপাতালের নার্সরা শুধুমাত্র রুটিন চেকআপ চালিয়ে যাচ্ছেন।

রোগীর স্বজন মিজানুর রহমান বলেন, আমার স্ত্রী আজ সকালে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত কোনো চিকিৎসক চিকিৎসা সেবা দেননি।

আরেক স্বজন সামিমা রহমান জানান, আমার মায়ের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় সারাদিন চিকিৎসা না পেয়ে হাসপাতাল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছি। অনেকেই একইভাবে চলে গেছেন। আমরা ডা. মাহাবুবের চিকিৎসা সনদ বাতিলের দাবি জানাই।

এ বিষয়ে ডা. মাহাবুব বলেন, এইচডিইউ বিভাগে রোগীর স্বজনরা খারাপ আচরণ ও হুমকি দিয়েছে। তাই চিকিৎসা সেবা বন্ধ করেছি। আমি বিসিএস ক্যাডার; বাধ্য হয়ে রুগী দেখতে হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই।

তত্ত্বাবধায়ক শারমিন জাহান শায়লা আরও বলেন, নারী ও শিশু ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলেন ডা. মাহাবুব। তাঁর না দেখার কারণে সাময়িক সমস্যা হয়েছে। সব বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের এভাবে নজর দেওয়া ঠিক নয়। এতে কাজ করা কঠিন হয়ে যায়। সব বিষয়ে সাংবাদিকদের আসার দরকার নেই।

মেহেরপুরে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ও ছানি অপারেশন ক্যাম্প

মক্কা চক্ষু হাসপাতালের উদ্যোগে মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলে সপ্তাহব্যাপী চক্ষু ক্যাম্প শুরু হয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে এ চক্ষু ক্যাম্পের চিকিৎসা সেবা শুরু হয়।

আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা “আল বাসার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় মক্সা চক্ষু ক্যাম্প আয়োজিত এ চক্ষু ক্যাম্পে প্রায় পাঁচ হাজার রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা প্রদান করা ও ৫০০ (পাঁচশত) রোগীর ছানি অপারেশন করা হবে।
প্রাথমিক বাছাই পর্বে ৫০০ (পাঁচশত) রোগীকে ছানি অপারেশন ও লেন্স স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত রোগীদের অপারেশন, ঔষধ, চিকিৎসাকালীন থাকা—খাওয়াসহ যাবতীয় খরচ বহন করবে সংস্থাটি। ১৩জন ডাক্তারের সমন্বয়ে মোট ১০০জনের মেডিকেল টিম রোগীদের চক্ষু পরীক্ষা, পরামর্শপত্র, ঔষধ ও চশমা বিনামূল্যে প্রদান করছেন। আল—বাসার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন পরিচালিত ঢাকার আল—নূর চক্ষু হাসপাতাল ও মক্কা চক্ষু হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এ চক্ষু ক্যাম্পে চিকিৎসা প্রদানে নিয়োজিত আছেন।

আল—বাসার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সেক্টরের মহাপরিচালক ড. আহমেদ তাহের আল—মিম্বারির সার্বিক দিকনির্দেশনায় বাস্তবায়িত এ চক্ষু ক্যাম্প পরিচালনায় ছিলেন ক্যাম্প ম্যানেজার, ওবায়েদ উদ জামান।

গাংনীতে শিশুকে সাপের ছোবল,

নীবিড় পর্যবেক্ষনে চলছে চিকিৎসা

পুকুরে গোসল করতে গিয়ে মুজাহিদ হোসেন (১২) নামের এক শিশুকে সাঁপে কেটেছে। মুজাহিদ হোসেন গাংনী উপজেলার ধানখোলা গোরস্থানপাড়া এলাকার তুহিনের ছেলে। সে ধানখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্র।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডাক্তার সুপ্রভা রানী এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তবে এটি রাসেল ভাইপার বা বিষাক্ত কোনো সাপ নয় বলে জানিয়েছেন এই চিকিৎসক। মুজাহিদকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রেখে নিবীড় পর্যবেক্ষণে চিকিৎসা চলছে।

মুজাহিদ হোসেন জানান, আজ শনিবার (২২ জুন) বিকেল ৪ টার দিকে স্থানীয় একটি পুকুরে গোসল করে ডাঙ্গায় উঠার সময় একটি সাপ ছুটে এসে বাম হাতের কব্জীতে কামড় দেয়। সাথে সাথে সাপটিকে ঝাড়া দিয়ে কামড় দিয়ে পালিয়ে যায়। বিষয়টি সাথে সাথে জানালে তার বাবা তুহিন হোসেন দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিববার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার সুপ্রভা রানী বলেন, ৩ সদস্যের মেডিকেল টিম গঠণ করে সাপে কাটা শিশুটিকে নিবীড় পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে তার রক্ত পরীক্থাসহ অন্যান্য মেডিকেল টেষ্ট করানো হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সে ভর্তি রয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার চিকিৎসক মাসুদুর রহমান বলেন, মানুষকে বিষাক্ত সাপে কাটলে তার তিনটি সিনটম দেখা যাবে। এক নম্বর হলো সাপে কাটলে বিষ প্রথমে তার মাথার নার্ভের মধ্যে বিষক্রিয়া হতে পারে। ফলে রোগীর ঘাড়ি ভেঙ্গো যেতে পারে। দ্বিতীয়ত হলো খুব অল্প সময়ের মধ্যে সাপে কাটা রোগীর রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে ও তিন নম্বর হলো রোগীর দংশিত স্থান থেকে পচন শুরু হতে পারে। তাই সাপে কাটা রোগীকে ঝাঁড়-ফুক বা ওঝা না দেখিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বা জেলা সদরের হাসপাতালে নিতে হবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার আদিলা আজহার আরশি বলেন, এই সময়ে সাধারণত সাপের উপদ্রুপ বাড়ে। তাই সবাইকে সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে বাড়ির আশে পাশে ঝোপ-ঝাঁড় পরিস্কার করার পাশাপাশি ঘরের মধ্যে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া বাড়ির আশে পাশে ব্লিচিং পাওডার, কার্বোলিক এ্যাসিড বা সাপ তাড়ানো অন্যান্য উপকরণ ছিটিয়ে দিতে হবে। যারা কৃষি কাজের সাথে জড়িত তারা কৃষি ক্ষেতে যাওয়ার সময় হাতে লাঠি নিতে হবে। তবে, মনে রাখতে হবে সব সাপ কিন্তু বিষধর নয়। কিছু সাপ আছে আমাদের প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখে এবং ফসলের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ খেয়ে থাকে। তাই সাপ মারা থেকেও বিরত থাকতে হবে। এছাড়া সাপ থেকে আতংকিত না হয়ে সামাজিকভাবে সচেতন হতে হবে।

মেয়েকে বাঁচাতে ৫লাখ টাকার প্রয়োজন,বাবা-মায়ের করুণ আকুতি

১৬ বছর আগেও এ কান্না ছিল আনন্দ-সুখের। তবে সেই সুখ বেশিদিন কপালে জোটেনি সাকেন-মালেয়া দম্পতির। হঠাৎ আসা ঝড়ে হাসিমাখা সেই মুখে ভয়ংকর কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা গেছে। ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে স্বপ্নের সংসার।

পালিত মেয়ে সাবিনা খাতুনকে নিয়ে যে স্বপ্ন তারা দেখেছিলেন তা যেন চোখের সামনেই শেষ হতে যাচ্ছে। সাবিনার বয়স যখন দেড় বছর,তখন দূরের একটি গ্রাম থেকে তাকে নিয়ে আসেন সাকেন-মালেয়া দম্পতি। আদর-যত্নে বড় করে তুলতে থাকেন, স্বপ্ন বুনতে থাকেন সাবিনাকে নিয়ে। কিন্তু সেই স্বপ্ন যেন স্বপ্নই থেকে গেল।

সাবিনার বয়স যখন ৭বছর তখন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে ধরা পড়ে এক কঠিন অসুখ। নাম তার থ্যালাসেমিয়া।

ডাক্তার জানায়, তার পেটের প্লীহা ও লিভার বড় হয়ে গেছে। শরীরে

রক্ত শুণ্যতা দেখা দিয়েছে। প্রতিমাসেই একাধিক ব্যাগ রকÍ দিতে হবে তার শরীরে। সেই থেকে ধার-দেনা করে চিকিৎসা খরচ মেটাচ্ছিলেন সাবিনার বাবা সাকেন। ঘোড়ার গাড়ি চালক সাকেনের পক্ষে চিকিৎসা ব্যয় বহণ করা যেন ‘বামুন হয়ে চাদে হাত’ দেয়ার মত। তবুও কোনমতে চিকিৎসা খরচ চলছিল। এরমধ্যেই সাবিনার বিয়েও দেন।

বছরখানেক পর কণ্যা শিশুর জন্ম দেন সাবিনা। রোগের কথা জেনে সাবিনাকে ডিভোর্স দেন তার স্বামী। পরে ঢাকায় গিয়ে গার্মেন্টসে চাকরি করে চিকিৎসা চালাচ্ছিলেন সাবিনা। কিন্তু কে জানতো তার শরীরে আরো একটি কঠিন রোগ বাসা বেধেছে। হঠাৎ-ই পেটের ব্যাথায় অস্থীর হয়ে উঠতো সাবিনা। পরে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হলে জানা যায়, তার পেজে দু’টি পাথর হয়েছে। দ্রুত অপারেশন করতে হবে। তাতে খরচ হবে প্রায় ৫ লাখ টাকা। এবার যেন সাবিনাকে বাঁচানোর আশা ছেড়েই দিয়েছেন সাকেন-মালেয়া দম্পতি। কারণ ৫ লাখ টাকা জোগাড় করার মত সামর্থ্য তাদের নেই।

করুণ এ ঘটনাটি ঝিনাইদহের শৈলকুপার বন্দেখালী গ্রামের। ওই গ্রামের মেঠোপথ ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই মিলবে সাকেন জোয়ার্দারের বাড়ি। বাড়িতে ঢুকেই চোখ পড়বে অসুস্থ সাবিনার দিকে।

বিছানায় শুয়ে আছেন সাবিনা। উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও যেন নেই। মায়ের অসুস্থতায় পাশে বসে মাথায় হাত বোলাচ্ছেন সাবিনার ৪ বছর বয়সী মেয়ে আশা। যা দেখে কাঁদছেন সাবিনার বাবা মা, কাঁদছেন উপস্থিত প্রতিবেশিরাও।

কিন্তু ছোট্ট শিশু আশার যেন সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। আপন মনে মায়ের মাথায় হাত বোলাচ্ছেন, আর সবার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সাবিনা খাতুন আজ জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। তার দু’চোখে মুঠো মুঠো স্বপ্নের বদলে শুধুই মৃত্যুর বিভীষিকা। চোখ বুজে অবসন্ন শরীর নিয়ে জীবনকে মহাকালের কাছে সোপর্দ করার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন সাবিনা। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারছেন না।

সাবিনার মা মালেয়া বেগম বলেন, সাবিনাকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করছি.তবে অপারেশন করতে প্রায় ৫লাখ টাকা লাগবে। যা জোগাড় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। মেয়েকে বাঁচাতে সবার কাছে সাহায্য চাচ্ছি।

সাবিনার বাবা সাকেন জোয়ার্দার বলেন,প্রতিমাসে ২ হাজার টাকা খরচ

হচ্ছে। এখন আর টাকা পয়সা কিছুই নেই। মানুষের সাহায্যে দিয়েই এতদিন চিকিৎসা করিয়েছি,কিন্তু এবার প্রায় ৫লাখ টাকা লাগবে। যা জোগাড় করা আমার পক্ষে সম্ভব না। তাই সমাজের বিত্তবানদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

সাহায্য পাঠাতে যোগাযোগ: ০১৮২৩-০৩৬০৩৫ সাবিনার পিতা সাকেন জোয়ার্দার। বিকাশ/নগদ:০১৮২৫-২৯৯৮৫২।